Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আফরিন তিয়াশা

রোলঃ ২০২০২৩৩৭২১৫

২০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আফরিন তিয়াশা

রোলঃ ২০২০২৩৩৭২১৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা আফরিন তিয়াশা, আইডিঃ ২০২০২৩৩৭২১৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারহানা আফরিন তিয়াশা

(স্বাক্ষর)

ফারহানা আফরিন তিয়াশা

আইডিঃ ২০২০২৩৩৭২১৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা---৬
গুনাহ কাকে বলে?---৭
গুনাহের প্রকারভেদ---৭
কবিরা গুনাহ সমূহ ---৮
কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা--৯
গুনাহ থেকে বাঁচা সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ---১১
গুনাহ ত্যাগকারী ইবাদতকারীর চেয়েও অগ্রগামী---১২
গুনাহ ছাড়তে না পারলে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করা যায় না-------------------------------১৪
গুনাহের পথসমূহ---১৫
চোখ এবং দৃষ্টি--১৬
কান---১৮
জিহ্বা---১৯
লজ্জাস্থান---২০
রাগ-ক্রোধ---২১
গুনাহের আত্মিক ক্ষতি--২৩
গুনাহের কারণে ইমানে সমস্যা---২৩
গুনাহের কারণে নিকৃষ্ট মৃত্যুর আশংকা---২৪
অন্তর কালো হয়ে যায়---২৪
রিযিক থেকে বঞ্চিত হওয়া--২৫
আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া---২৬
অন্তর মরে যাওয়া ---২৬
লজ্জা-শরম কমে যাওয়া--২৭
গুনাহ জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয়--২৭

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া--২৮

গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়--২৯

গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায়---২৯

গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয়--২৯

গুনাহ মাফের পন্থাসমূহ--৩০

আমরা কেন ইস্তিগফার করব?---৩২

তাওবা করা---৩৬

তাওবার ফায়দা--৩৬

তাওবায়ে নাসুহার শর্তাবলী--৩৮

ঈমান আনা ও সৎকর্ম করা--৩৯

শিরকমুক্ত জীবন গড়া ও সাধ্যানুযায়ী আমল করা--৪০

গুনাহ মাফের আমলসমূহ---৪১

গুনাহ মাফের অন্যান্য আমলসমূহ---৫০

যে আমলগুলো সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহও মিটিয়ে দেয়-------------------------------৫৪

পাপ ত্যাগ করার কয়েকটি গরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা--৫৭

লজ্জাশীলতার ফজিলত---৫৮

লজ্জাশীলতার হাকিকত---৫৮

নির্লজ্জতার পরিণতি---৫৯

লজ্জা দু'প্রকার---৬০

লজ্জার ব্যাপারে পূর্বসূরিদের বক্তব্য---৬১

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লজ্জা-------------------------------------৬২

গুনাহ মাফের দুআ---৬৪

মৃত্যুর পরও যে আমলগুলো জারী থাকবে--৬৮

উপসংহার--৭১

ভূমিকা

দুনিয়ার প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত বা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। আবার মানুষ মাত্রই কোনো-না-কোনোভাবে কখনও না কখনও প্রবৃত্তির তাড়নায় বা শয়তানের ধোঁকায় ভুল-ত্রুটি করে বসে; তা ছোট হোক বা বড় হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, জেনে হোক বা না জেনে। শয়তান দুনিয়ায় আসার সময়ই আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছে আদম-সন্তানকে সরল পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেই। আল্লাহ তাআলার সাথে শয়তানের কথোপকথন আল্লাহ নিজেই কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন—

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

সে (শয়তান) বলল, "সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, "নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' সে বলল, "যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে-কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই আমি তাদের নিকট তাদের সামনে থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাম দিক থেকে উপস্থিত হব। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

তাই তো দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে গুনাহ করে ফেলে। তবে এটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক বিষয়। যেমনটা আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

كُل بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّابِينَ التَّوَّابُونَ

প্রত্যেক আদম-সন্তানই চরম গুনাহগার। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাওবাকারীগণ।

মুমিন ব্যক্তি গুনাহকে মনে করে পাহাড়ের মতো, যার নিচে সে বসে আছে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গুনাহকে মনে করে মাছির মতো, যা তার নাকের ডগায় বসে উড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهِ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهِ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ

ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বড় মনে করে, যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসা আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, কখন যেন পাহাড়টা তার ওপর ধ্বসে পড়ে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মতো মনে করে, যা তার নাকের ওপর দিয়ে চলে যায় (২)

গুনাহ কাকে বলে?

'গুনাহ' শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হলেও এটি মূলত ফার্সি শব্দ।[1] গুনাহ বুঝাতে বাংলায় আরও একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পাপ। বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।[2] আরবীতে গুনাহ বা পাপ বুঝানোর জন্য অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল ইস্‌ম (الإثمُ), আল খাত্বা ও আল খাত্বীআহ্ (الخطأ والخطيئة), আল মা'সিয়াহ্ (المعصيةُ), আল জুর্ম (الجرمُ), আয্ যান্ব (الذنبُ) ইত্যাদি।

এ সকল পরিভাষার মাঝে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও মূলত যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আদেশ পালন না করা বা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাঁদের নিষেধকৃত কাজ করা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনে হোক।

গুনাহের প্রকারভেদ

গুনাহ বা পাপগুলো মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

এক. কবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ; যেমন শিরকা) করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদআত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

দুই. সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ; যেগুলো কবীরা গুনাহ নয় এমন গুনাহ; যেমন, সালাতের মাঝে জামা-কাপড় বা দাড়ি-চুল টানাটানি করা, অহেতুক কাশি দেওয়া বা শব্দ করা, এদিক-সেদিক দৃষ্টি ঘোরানো ইত্যাদি।

কবিরা গুনাহ সমূহ

কবিরা গুনাহ কাকে বলে? কিংবা কবিরা গুনাহ কী? এটা কেউ কেউ জানেন। আবার অনেকে জানেন না। মূলত কবিরা গুনাহ বলা হয় ওই সব বড় বড় পাপকর্মকে যেগুলোতে— নিম্নোক্ত কোনো একটি বিষয় পাওয়া যাবে।

◉ যেসব গুনাহের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়তে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

◉ যেসব গুনাহের ব্যাপারে দুনিয়াতে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগের কথা রয়েছে।

◉ যেসব গুনাহের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন।

◉ যেসব কাজে আল্লাহ তায়ালা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফেরেশতা মণ্ডলী লানত দেন।

◉ যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এমনটি করবে— সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।

◉ কিংবা যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

◉ যেসব বিষয়কে মুনাফেকির আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

◉ যে কাজে ‘দ্বীন নাই’ ও ‘ঈমান নাই’ ইত্যাদি বলা হয়েছে।

◉ অথবা যে কাজকে আল্লাহ তায়ালা সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা

মহান আল্লাহ বলেন, ‘যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ গুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার। তবে আমি তোমাদের (ছোট) গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মান জনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ৩১)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান এতদুভয়ের মাঝে সংঘটিত সমস্ত পাপ রাশির জন্য কাফফারা স্বরূপ যায় যদি কবিরা গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।’ (মুসলিম, হাদিস : ২৩৩; ইবনে হিব্বান, হাদিস : ১৭৩৩)

এখানে একশটি কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) তুলে ধরা হলো-

০১. আল্লাহর সাথে শিরক করা। ০২. নামাজ পরিত্যাগ করা। ০৩. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। ০৪. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা। ০৫. পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। ০৬. যাদু-টোনা করা। ০৭. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ০৮. জিহাদের ময়দান থেকে থেকে পলায়ন। ০৯. সতী-সাধ্বী মু‘মিন নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া। ১০. রোজা না রাখা। ১১. যাকাত আদায় না করা। ১২. ক্ষমতা থাকা সত্যেও হজ্জ আদায় না করা। ১৩. যাদুর বৈধতায় বিশ্বাস করা। ১৪. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া। ১৫. অহংকার করা। ১৬. চুগলখোরি করা (ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের নিকট লাগোনো)। ১৭. আত্মহত্যা করা। ১৮. আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা। ১৯. অবৈধ পথে উপার্জিত অর্থ ভক্ষণ করা। ২০. উপকার করে খোটা দান করা। ২১. মাদক বা নেশা দ্রব্য গ্রহণ করা। ২২. মদ প্রস্তুত ও প্রচারে অংশ গ্রহণ করা। ২৩. জুয়া খেলা। ২৪. তকদির (ভাগ্য) অস্বীকার করা। ২৫. অদৃশ্যের খবর জানার দাবী করা। ২৬. গণকের কাছে ধর্না দেওয়া বা গণকের কাছে অদৃশ্যের খবর জানতে চাওয়া। ২৭. পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা। ২৮. রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা হাদিস

বর্ণনা করা। ২৯. মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা। ৩০. মিথ্যা কথা বলা। ৩১. মিথ্যা কসম খাওয়া। ৩২. মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা। ৩৩. জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। ৩৪. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। ৩৫. মানুষের গোপন কথা চুপিসারে শোনার চেষ্টা করা। ৩৬. হিল্লা তথা চুক্তি ভিত্তিক বিয়ে করা। ৩৭. যার জন্যে হিলা করা হয়। ৩৮. মানুষের বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা। ৩৯. মৃতের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা। ৪০. মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। ৪১. কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া অথবা তার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া। ৪২. খেলার ছলে কোন প্রাণীকে নিক্ষেপ যোগ্য অস্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানানো। ৪৩. কোন অপরাধীকে আশ্রয় দান করা। ৪৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবেহ করা। ৪৫. ওজনে কম দেওয়া। ৪৬. ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা। ৪৭. ইসলামি আইনানুসারে বিচার বা শাসনকার্য পরিচালনা না করা। ৪৮. জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা বা পরের জমি জবর দখল করা। ৪৯. গিবত তথা অসাক্ষাতে কারো দোষ চর্চা করা। ৫০. দাঁত চিকন করা। ৫১. সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে মুখমণ্ডলের চুল তুলে ফেলা বা চুল উঠিয়ে ভ্রু চিকন করা (ভ্রু প্লাগ করা) ৫২. মাথায় অতিরিক্ত/ চুল সংযোগ করা (পরচুলা ব্যবহার করা) ৫৩. পুরুষের নারী বেশ ধারণ করা। ৫৪. নারীর পুরুষ বেশ ধারণ করা। ৫৫. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো। ৫৬. কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা। ৫৭. পথিককে নিজের কাছে অতিরিক্ত পানি থাকার পরেও না দেওয়া। ৫৮. পুরুষের গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা। ৫৯. মুসলিম শাসকের সাথে কৃত বয়াত বা আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করা। ৬০. ডাকাতি করা। ৬১. চুরি করা। ৬২. সুদ লেন-দেন করা, সুদ লেখা বা তাতে সাক্ষী থাকা। ৬৩. ঘুষ লেন-দেন করা। ৬৪. গনিমত (জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ) বণ্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করা। ৬৫. স্ত্রীর পায়ু পথে যৌন ক্রিয়া করা। ৬৬. জুলুম-অত্যাচার করা। ৬৭. অস্ত্র দ্বারা ভয় দেখানো বা তা দ্বারা কাউকে ইঙ্গিত করা। ৬৮. প্রতারণা বা ঠগবাজী করা। ৬৯. রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ আমল করা। ৭০. স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি পাত্র ব্যবহার করা। ৭১. পুরুষের রেশমি পোশাক এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পরিধান করা। ৭২. সাহাবিদেরকে

গালি দেওয়া। ৭৩. নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমন করা। ৭৪. মনিবের নিকট থেকে কৃতদাসের পলায়ন। ৭৫. ভ্রান্ত মতবাদ জাহেলি রীতিনীতি অথবা বিদআতের প্রতি আহবান করা। ৭৬. পবিত্র মক্কা ও মদিনায় কোনো অপকর্ম বা দুষ্কৃতি করা। ৭৭. কোন দুষ্কৃতিকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া। ৭৮. আল্লাহর ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করা। ৭৯. বিনা প্রয়োজনে তালাক চাওয়া। ৮০. যে নারীর প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট। ৮১. স্বামীর অবাধ্য হওয়া। ৮২. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবদান অস্বীকার করা। ৮৩. স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করা। ৮৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করা। ৮৫. বেশী বেশী অভিশাপ দেওয়া। ৮৬. বিশ্বাসঘাতকতা করা। ৮৭. অঙ্গীকার পূরণ না করা। ৮৮. আমানতের খিয়ানত করা। ৮৯. শরীরে উল্কি অঙ্কন করা বা ট্যাটু করা। ৯০. ঋণ পরিশোধ না করা। ৯১. বদ মেজাজি ও এমন অহংকারী যে উপদেশ গ্রহণ করে না। ৯২. তাবিজ-কবজ, রিং, সুতা ইত্যাদি ঝুলানো। ৯৩. পরীক্ষায় নকল করা। ৯৪. ভেজাল পণ্য বিক্রয় করা। ৯৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে জেনে শুনে অন্যায় বিচার করা। ৯৬. আল্লাহ বিধান ব্যতিরেকে বিচার-ফয়সালা করা। ৯৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইলম (দীনের জ্ঞান) অর্জন করা। ৯৮. কোন ইলম (দীনের জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জানা সত্যেও তা গোপন করা। ৯৯. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করা। ১০০. আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া।

গুনাহ থেকে বাঁচা সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, একজন ব্যক্তি নেকির কাজও কম করে আবার গুনাহের কম করে, আরেকজন ব্যক্তি নেকির কাজ যেমন অধিক পরিমাণে করে তেমন পাপের কাজেও অনেক বেশি জড়িত হয়ে পড়ে। এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে আপনার নিকট কে বেশি উত্তম? হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন,

لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا.

আমি গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেয়ে অন্য কোনো কাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না।'

অর্থাৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, অন্য কোনো আমল যার সমতুল্য হতে পারে না। এজন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, চাই নফল নামাজ বা তিলাওয়াত-জিকির একেবারেই না হোক।

এই কথাটিই দুনিয়াবিরাগী কতিপয় সাধক বড় সুন্দর করে বলেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাহাজ্জুদের ব্যাপারে আপনারা কী বলেন? তখন তারা বললেন,

خَفِ اللَّهَ بِالنَّهَارِ، وَنَمْ بِاللَّيْلِ

তুমি দিবসে আল্লাহকে ভয় করো, আর রাতে গভীর নিদ্রায় ডুবে যাও।'

অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছেন, যদি তোমরা দিবসে আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করো, তাহলে সারারাত ঘুমিয়ে থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। এটা তিরস্কারের বিষয় নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিবস অতিবাহিত করে তার নফল নামাজ বা জিকির তিলাওয়াত কম হওয়া কোনো দোষণীয় বিষয় নয়।

বর্ণিত আছে জনৈক বুযুর্গ এক গোত্রসর্দারকে বলতে শুনল, সে তার গোত্রকে বলছে, নিদ্রা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তখন বুজুর্গ সেই সর্দারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাদের নিদ্রা তাদেরকে ধ্বংস করছে না: তাদের দিবসে পাপাচার তাদেরকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে। এজন্য রাতের অনেক ইবাদত, নফল ইত্যাদি পড়ার চেয়ে জরুরি হলো গুনাহ থেকে বাঁচা।

গুনাহ ত্যাগকারী ইবাদতকারীর চেয়েও অগ্রগামী

কিছু হাদিস থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তি, দীনদারি ও ইবাদতে মুজাহাদাকারী ব্যক্তির চেয়ে অগ্রগামী। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

কে আছে যে আমার এই পাঁচটি কথা গ্রহণ করবে এবং অপর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে? আমি বললাম, আমি আছি ইয়া রাসুলাল্লাহ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং গুণে গুণে বললেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَتَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

১. তুমি সবধরনের হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী বান্দা।

২. আল্লাহ তোমার জন্য যা কিছু বণ্টন করেছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো,

তাহলে তুমি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হতে পারবে।

৩. তোমার প্রতিবেশির প্রতি ইহসান করো, তাহলে তুমি হতে পারবে প্রকৃত মুমিন।

৪. তুমি অপরের জন্য তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করো,

তাহলে তুমি হতে পারবে প্রকৃত মুসলিম। ৫. আর বেশি হাস্য-রসিকতা করো না, কেননা অধিক হাস্য-রসিকতা অন্তরকে মেরে ফেলে।

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদিসে একটি বিশেষ নসিহত পেশ করেছেন। সেটা হলো,

.اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

তুমি হারাম কাজ থেকে বাঁচো তাহলে তুমি হতে পারবে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী বান্দা।

এই নির্দেশনা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, পাপ ছেড়ে দেওয়া মানুষকে সবচেয়ে বড় আবেদ বানিয়ে দেয়।

গুনাহ ছাড়তে না পারলে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করা যায় না

একজন ব্যক্তি অনেক ইবাদত মুজাহাদা করে বটে, কিন্তু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, এমন ব্যক্তি আল্লাহর ওলি হতে পারবে না। কেননা পাপ বর্জন করতে না পারলে আল্লাহর বেলায়েত ও বন্ধুত্ব নসিব হয় না। বেলায়েতের জন্য জরুরি হলো, সবার আগে গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া। এই বিষয়টিকেই কুরআনে বলা হয়েছে যে,

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

নিশ্চয়ই তাঁর বন্ধু হলো সে সকল বান্দা যা মুত্তাকি। তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

আর তাকওয়া বলা হয় নেক আমল ও আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি সকল হারাম ও নাজায়েজ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে।

কাজি ইমাম আবদুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবে- তাবেয়িন এবং উচ্চস্তরের আল্লাহর ওলি। তিনি বিশিষ্ট সুফি তাবেয়ি হযরত হাসান বসরি রহ. এবং মালেক বিন দিনার রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমি বাইতুল মাকদিসে আসলাম। এরপর 'সাখরাতে' প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। রাত যখন গভীর হলো আমি দরজা খুললাম। তখন আঠারো জন মানুষ ভেতরে প্রবেশ করল। তাদের দেহে ছিল লোহার পোশাক আর পায়ে ছিল খেজুর পাতার তৈরি জুতা। তাদের সবার গলায় ঝুলানো ছিল কুরআনের মাসহাফ। তাদের আগমনে বাইতুল মাকদিসের অভ্যন্তর আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাদের একজন অপর একজনকে বলল, তিনি যাহিদিনদের ইমাম আবদুল ওয়াহিদ। আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, সেই মহান সত্তার দোহাই দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, যিনি তোমাদেরকে এই কারামত ও সম্মান দান করেছেন, তোমাদের পরিচয় কী? আর কোথেকেই বা তোমরা আগমন করেছ? আর এই উচ্চ স্তর তোমাদের কীভাবে হাসিল হলো?

يا عبد الواحد لا يوصل إلى ولاية الله إلا من ترك الهوى

তারা বলল, হে আবদুল ওয়াহিদ! সে ব্যক্তি কখনো আল্লাহর বেলায়েত তথা বন্ধুত্ব লাভ করতে পারবে না যে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ না করে। কেউ কেউ বলল,

ما عرف الله عز وجل، من لم يستحي منه في الخلاء

সে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে না, যে নির্জনে আল্লাহ থেকে লজ্জাবোধ না করে। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ.

নিশ্চয়ই যারা গোপনে তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত (ক্ষমা) এবং বিরাট প্রতিদান।'

গুনাহের পথসমূহ

নফস এবং শয়তান মানুষের নিকট বিভিন্ন পথ ও নানান দরজা দিয়ে প্রবেশ করে হামলা চালায়। নিম্নোক্ত হাদিসে এদিকে ইশারা করে বলা

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ تَجْرَى الدم.

শয়তান মানুষের মধ্যে তাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে বা তার মাধ্যমে চলাচল করে উপর্যুক্ত হাদিসে একটি শব্দ রয়েছে। তা হলো, 'মাজরান নামি'। এর অর্থ হতে পারে-

এক. এখানে 'মাজরা' শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো চলা বা ছোটা। তাহলে হাদিসটির অর্থ হবে, শয়তান মানুষের ভেতরে তেমনভাবে চলাফেরা করে যেভাবে তার রক্ত চলাচল করে।

দুই. এখানে 'মাজরা' শব্দটি ইসমে জরফের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "মাজরা"-এর অর্থ হবে চলাচলের পথ। তাহলে হাদিসটির অর্থ হবে, শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের পথে অর্থাৎ, সকল রগ-রেশায় খুব বেড়ায়।

অর্থাৎ প্রথম সুরতে বলা হচ্ছে শয়তান মানুষের দেহে ছুটে বেড়ায়। এখন প্রশ্ন হলো, কোথায় ছুটে বেড়ায়? সেই উত্তরও একই হাদিসে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শয়তানের ছোটাছুটির পথ হলো, মানুষের শরীরের শিরাসমূহ। মোদ্দাকথা, শয়তান মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমনভাবে তার উপর হামলা করে যে, তার দেহের সর্বাংশে সে প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে।

চোখ এবং দৃষ্টি

চোখ বা দৃষ্টিশক্তি শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর। যা অত্যন্ত মারাত্মকভাবে মানুষের অন্তরে বিদ্ধ হয়ে অন্তরকে রক্তাক্ত করে। এক পর্যায়ে তা মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই বলা হয়, দৃষ্টিশক্তি হলো শয়তানের দূত। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করে। এজন্য কুরআন কারিমে 'লজ্জাস্থান' হেফাজতের হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে নজরের হেফাজত এবং তা অবনত রাখার জন্য বিশেষভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

হে নবি! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নজরের হেফাজত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতার বিষয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।' (সূরা নুরঃ ৩০)

এই আয়াতের পরের আয়াতে নারীদেরকেও অভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। উক্ত আয়াতে নজরের হেফাজত এবং এবং লজ্জাস্থানকে নিরাপদ রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এ দুটি বস্তুর কথা একসাথে এজন্য বলা হয়েছে যে, প্রথম হুকুম দ্বিতীয়টার মাধ্যম। অর্থাৎ দৃষ্টিকে অবনত রাখা লজ্জাস্থান হেফাজতের মাধ্যম।

একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আলি রাযি. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

لا تتبع النظرة بعد النظرة فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَة

হে আলি। একবার দৃষ্টি দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিও না। দৃষ্টিপাতের সুযোগ থাকলেও, দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নেই।

আরেকটি হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে,

النظرة سهُمُ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلَّ وغرُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.

দৃষ্টি হলো ইবলিসের তীরসমূহ হতে একটি বিষাক্ত তীঁর। যে আল্লাহর ভয়ে অপাত্রে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কার স্বরূপ এমন ইমান দান করেন, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করে।

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় নজর শয়তানের বিরাট একটি অস্ত্র। এই অস্ত দ্বারা সে মানুষকে ভয়ঙ্কর পাপে জড়িয়ে ফেলে। এজন্য এর থেকে বাঁচা একান্ত জরুরি। যেন অন্যায় দৃষ্টিপাতের দ্বারা আমাদের অন্তর বরবাদ না হয়ে যায়। তাই তো উপর্যুক্ত হাদিসে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এই গুনাহ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকে ইমানের মিষ্টতা দান করে। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الْعُيُونُ مَصَائِدُ الشَّيْطَانِ

চোখ হলো, শয়তানের শিকার করার মাধ্যম।

সফল হয়ে যায়। এজন্যই কু-দৃষ্টিকে শয়তানের শক্তিশালী অস্ত্র বলা হয়েছে।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের আরেকটি পথ আছে। সেটা হলো কান। কানের মাধ্যমে সে অনেক মন্দ ও অশ্রাব্য কথা মানুষের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এই পক্রিয়ায়ও সে মানুষের পবিত্র অন্তরকে ধ্বংস করে ছাড়ে। যেমন গান-বাজনার আওয়াজ বা গিবত ও চোগলখুরি ইত্যাদি গুনাহের কথা শুনলে মানুষের অন্তর ধ্বংস হয়ে যায়। গান শুনলে অন্তরে নেফাকের রোগ তৈরি হয়।

আবু দাউদ ও বায়হাকি রহ. তাদের সুনান কিতাবে হযরত ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে এবং ইমাম বায়হাকি তার শুআবুল ইমান গ্রন্থে হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ.

গান-বাদ্য অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেছেন,
يُنْبِتُ النفاق في القَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ، وَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْبِتُ الإيمان في الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

الغناء গানবাদ্য অন্তরে এমনভাবে নেফাক সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসল উৎপন্ন করে। আর আল্লাহ তাআলার জিকির অন্তরে এমনভাবে ইমানকে বসিয়ে দেয় যেমন পানি শস্যক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন করে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. লিখেছেন, কতিপয় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলেছেন, গান শ্রবণ করা কতক মানুষের মধ্যে নেফাক, কতক মানুষের মধ্যে হঠকারিতা, কতক মানুষের মধ্যে মিথ্যা-চোগলখুরি, কতক মানুষের মধ্যে পাপাচার এবং কতক মানুষের মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে। আর এর দ্বারা অনেক বেশি পরিমাণে নাজায়েজ কথাবার্তা ও নির্লজ্জতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে কান দিয়ে গিবত-পরনিন্দা, গালমন্দ ও বিদ্রুপাত্মক কথা শুনলে অন্তরে মন্দ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা অন্তর দুর্গন্ধময় নাপাক হয়ে যায়।

জিহ্বা

শয়তানের ধোঁকা দেওয়ার রাস্তাসমূহের মাঝে একটি হলো জিহ্বা। এর দ্বারা শয়তান তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে এবং মানুষের উপর হামলা করে। এজন্য জিহ্বা সংযত রাখার ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, মুক্তি পাওয়ার পথ কী? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন কথার সাথে এ-কথাও বললেন যে,

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ.

তুমি তোমার জিহ্বাকে ভালোভাবে সংযত রাখো।

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুআজ বিন জাবাল রাখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমরা যে কথাবার্তা বলি, এজন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

তোমার বিনাশ হোক! মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বস্তু তার জবানের ফসল ছাড়া আর কী আছে!'

এই হাদিসে জবানের ফসল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জবান দ্বারা সংঘটিত যত অন্যায় কথা ও পাপ। এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় জবান দ্বারা কৃত গুনাহ মানুষকে অনেক বেশি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

কেননা এই জবান দ্বারা বহুত গুনাহ সংঘটিত হয়। যেমন মিথ্যা; এটাও জবানের ফসল। অপরের মন্দচর্চা এই যবান দ্বারাই হয়। চোগলখুরি ও অনর্থক কথাবার্তা হয় এই জবান দ্বারা। কাউকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রেও জবানের জুড়ি মেলা ভার ।

মোদ্দাকথা, জবান দ্বারা এমন অনেক গুনাহ সংঘটিত হয় যা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে সংঘটিত হয় না। এজন্য এই জবান বা জিহ্বাকে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

লজ্জাস্থান

লজ্জাস্থান হলো এমন একটি পথ, যে পথ দিয়ে প্রবেশ করে শয়তান মানুষকে জঘন্যতর অশ্লীল কাজে লিপ্ত করে। এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঙ্গ। এই অঙ্গের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মানুষ আল্লাহ, রাসুল, আখেরাতকে বেমালুম ভুলে যায়। এর দ্বারা এমন সব মারাত্মক গুনাহে সে লিপ্ত হয়, যার জন্য শরিয়তে কঠোর সব শাস্তির ঘোষণা এসেছে। একটি হাদিসে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ وَقِي شَرِّ لَقْلَقِهِ، وَقَبْقَبَهِ، وَذَبْذَبِهِ، فَقَدْ رُقِي الشر كله

যে ব্যক্তি তার 'যাবযাবা' ও 'লাকলাকা'-র অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেল সে সকল অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করল।'

পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যাবযাবা ও লাকলাকার অর্থ বয়ান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, 'লাকলাকা' অর্থ হলো জিহ্বা এবং 'যাবযাবা' অর্থ হলো লজ্জাস্থান। আরেকটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ خَيْيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিবে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার।

এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল, জবানের মতো লজ্জাস্থানও অনেক অন্যায় ও পাপের মাধ্যম। যে ব্যক্তি লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারল, সে অনেক অনাচার থেকে বেঁচে থাকল। এজন্য চোখ-কান বা জবানের চেয়েও অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে লজ্জাস্থানের ব্যাপারে। ভুলে গেলে চলবে না, লজ্জাস্থানে দ্বারা এতো বড় অপরাধ সংঘটিত হয়, যার শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

রাগ-ক্রোধ

শয়তানের ধোঁকা দেওয়ার অন্যতম একটি পথ হলো অনিয়ন্ত্রিত রাগ।

রাগের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে অনেক বড় অন্যায় অপরাধে জড়িত করে ফেলে। রাগের কারণে অন্যায় ঝগড়া, মারামারি ও হত্যা-জুলুমের মতো বড় বড় অপরাধে মানুষ জড়িয়ে পড়ে। আর এসবই এমন গুনাহ যা মানুষকে সোজা জাহান্নামে পৌঁছে দিবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ ا النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

নিশ্চয়ই ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তানের সৃষ্টি আগুন হতে। আগুন নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ রেগে যায়, সে যেন ওজু করে নেয়।হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি ভাষণে বলেছেন,

১. বুখারি : ২৪৭৪,

ألا وإن الطب في قلب ابن آدم أَمَّا رَأَيْتُمْ إِلَى عُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاعِ أوناجم

সাবধান! নিশ্চয়ই রাগ-ক্রোধ একটি আগুনের টুকরো, যা মানুষের পেটে জ্বলে ওঠে। তোমরা কি (রাগান্বিত অবস্থায়) তার চোখের রক্তিমতা ও রগসমূহ ফুলে যাওয়া দেখ না!

ইমাম গাজালি ও ইবনে হাজার মাক্কি প্রমুখ লিখেছেন, কোনো এক নবি ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মানুষের উপর কী দ্বারা সবচেয়ে ক্ষমতা অর্জন কর? তখন শয়তান বলল, সে যখন রাগান্বিত হয় এবং কামভাবে উন্মত্ত হয়ে যায়, তখন তার উপর সওয়ার হই। তাঁরা লিখেছেন, একজন বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের কোন স্বভাব তাকে বিপথে নেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করে?

শয়তান বলল, মানুষের অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ তাকে বিপথে নিতে আমাকে বেশি মদদ যোগায়। কারণ, যখন সে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যায়, তখন তাকে নিয়ে এমনভাবে খেলা করি, যেভাবে বাচ্চারা পুতুল নিয়ে খেলা করে।

আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কি শাফেয়ি লিখেছেন, একবার শয়তান হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট এসে অনুরোধ করল, তিনি যেন আল্লাহকে শয়তানের তাওবা কবুল করার জন্য আবেদন করেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট সুপারিশ করলেন। আল্লাহ বললেন, তার তাওবা কবুল হয়ে যাবে, তবে শর্ত হলো তাকে আদমের কবরে গিয়ে সিজদা করতে হবে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম শয়তানকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। সে তৎক্ষণাত রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল, আমি তো আদমকে তার জীবিতাবস্থায়ই সিজদা করিনি, এখন কবরে কীভাবে সিজদা করব! এটা অসম্ভব। তবে আপনি যেহেতু আমার জন্য সুপারিশ করেছেন। তাই আপনার হক হিসেবে আপনাকে বলছি, তিন স্থানে আমাকে স্মরণ করবেন, যেন সেই তিন অবস্থায় আমি আপনাকে ধ্বংসের মুখে ফেলে না দেই। সেই তিন অবস্থা হলো,

১. ক্রোধের সময় আমার কথা স্মরণ করবেন। কেননা আমি আপনার মধ্যে রক্তকণিকার মতো ছুটতে পারি। হতে পারে ক্রোধের সময় আমি আপনাকে অন্যায়ে লিপ্ত করে দিলাম।

২. জিহাদে কাফেরদের মুকাবিলা করার সময় আমার কথা স্মরণে রাখবেন। কেননা সে সময় আমি মানুষকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের কথা স্মরণ করিয়ে দেই, যাতে সে জিহাদের ময়দান থেকে ভেগে যায়।

৩. সে সময় যখন আপনি কোনো অপরিচিত মহিলার সাথে বসে কথা বলেন। কারণ, সে সময় আমি পুরুষকে সেই মহিলার দিকে আর মহিলাকে সেই পুরুষের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকি।

এই হলো সেসব পথ, যে পথসমূহ দিয়ে শয়তান মানুষকে হাজারো গুনাহে লিপ্ত করে। এ-ছাড়াও আরও কিছু পথ আছে, যেমন ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, খাদ্য-আহার ইত্যাদি।

এসব দ্বারাও মানুষ পাপে জড়িয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রেও খুব সতর্ক সচেতন থাকতে হবে। যেন শয়তান কখনোই আপনাকে আমাকে এসব পথ দিয়ে ধোঁকা দিতে না পারে।

গুনাহের আত্মিক ক্ষতি

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এজন্যও জরুরি যে, এর দ্বারা বিভিন্ন আত্মিক ও দৈহিক বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত হতে হয়। পাপের কারণে ব্যক্তিগত মুসিবত ছাড়াও জাতিগত, সামাজিক, সাংসারিক বিভিন্ন আপদ-বিপনও নেমে আসে। এসব কারণে সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এসবের আলোচনা করা হয়েছে কুরআন-সুন্নাহে। সেসব ঘটনার দুয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি, যাতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং সহজেই গুনাহ ছাড়তে পারি।

গুনাহের কারণে ইমানে সমস্যা

পাপ ও গুনাহের একটি মারাত্মক প্রভাব হলো, এর দ্বারা মানুষের ইমান- বিশ্বাস ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কিছু গুনাহ এতটাই ভয়াবহ যে, মানুষকে কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এর প্রমাণ হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অপরাধকে কুফুরির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكفر إِلَّا تَرك الصلاة الْكُفْرِ الصَّلَاةِ.

বান্দা ও কুকুরের মাঝে সীমারেখা হলো নামাজ ছেড়ে দেওয়া। এই একই অর্থের হাদিস একাধিক শব্দে ও বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিসে নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে কুফুর বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, নামাজ ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ মানুষকে কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাদিস ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে এটাও বলেছেন যে,

بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

নামাজ ছেড়ে দেওয়া বান্দাকে কখনো কখনো কুফরে লিপ্ত করে দেয়। এজন্যই হাদিসে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অপরাধকে কুফর বলা হয়েছে।

গুনাহের কারণে নিকৃষ্ট মৃত্যুর আশংকা

পাপ ও গুনাহের একটি আত্মিক ত্রুটি ও বিপদ হলো, এর দ্বারা নিকৃষ্ট মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. লিখেছেন, নিকৃষ্ট মৃত্যুর কিছু কারণ রয়েছে (আল্লাহ আমাদেরকে সেসব থেকে হেফাজত করুন)। এর মধ্যে একটি বড় কারণ হলো, দুনিয়ার মধ্যে ডুবে যাওয়া এবং আখেরাত ভুলে যাওয়া। আরেকটি বড় কারণ হলো, পাপাচার- আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা। কখনো কখনো বান্দার ওপর গুনাহের বিশেষ কোনো প্রকার, অবাধ্যতার বিশেষ শেকেল বা দুনিয়ামুখিতা ও আখেরাতবিস্তৃতির বিশেষ বিশেষ কিছু অবস্থা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এসব তার বিবশক্তি ও বুদ্ধিকে বিকল করে দেয়। তার অন্তরকে কলুষিত করে ফেলে। তা হৃদয়ের আলো নির্বাপিত করে তাতে পাপের অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে অবস্থা। এমন দাঁড়ায় যে, কোনো ওয়াজ-নসিহতে তার কাজ হয় না। কখনো কখনো এই ঘোর অন্ধকার নিয়েই তার মৃত্যু হয়ে যায়।

অন্তর কালো হয়ে যায়

গুনাহ বা পাপাচারের আরেকটি প্রভাব এই যে, এর দ্বারা অন্তর কালো হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ مِنْهَا قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلَقَ بِهَا قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.(

যখন কোনো মুমিন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এরপর যখন সে গুনাহ ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন তার অন্তর পুনরায় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে গুনাহ করতে থাকে তখন অন্তরের কালিমা আরও গাঢ় হয়।

এক পর্যায়ে তার অন্তর আবদ্ধ হয়ে যায়। এটাই সেই মরিচা যার কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে;

كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

বরং তাদের কৃত অন্যায়ের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে।' এই হাদিস হতে জানা গেল, গুনাহের কারণে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। ক্রমাগত গুনাহ করতে থাকলে এই দাগের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে গোটা অন্তর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়।

রিযিক থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের কুপ্রভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, এর ফলে জীবিকা কমে যায়। আমরা অনেকেই একসময় ভালো ও পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য নিয়ামত ভোগ করলেও হঠাৎ দেখি এসব কমে যেতে শুরু করেছে। ফলে হতাশ হই, এর কারণ খুঁজি। আসল কারণের কথা হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সাওবান (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه

দুআ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্য পরিবর্তন করে না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ু বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।

আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া

বান্দা যখন প্রবৃত্তির লাগামহীন অনুসরণ করে তার গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ ও পরিমাণ কমতে থাকে, ঈমান দুর্বল হতে থাকে। ফলে দেখা যায় আল্লাহর আনুগত্য না করলেও তার মনে দুঃখ বা আফসোস অনুভূত হয় না; বরং ইবাদত করা কঠিন মনে হয় তখন। অন্যায়-অশ্লীলতার চর্চায় তার অন্তর সুখ লাভ করে এবং সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়।

আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের আনুগত্য একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই কেউ যখন শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ করতে থাকে তখন মন থেকে সে আল্লাহর আনুগত্যের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা আল্লাহর আনুগত্যে অনীহাবোধ করে, অলসতাবোধ করে অথচ তারা একসময় ইবাদতে মনোযোগী ছিল তাহলে বুঝে নিতে হবে কৃত গুনাহের কুপ্রভাব তাদের ওপর পড়েছে। তাই তো যারা কাফির তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে মৃত বলেছেন। অর্থাৎ, কাফিররা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও আত্মিক ও মানসিকভাবে তারা মৃত।

অন্তর মরে যাওয়া

গুনাহ মানুষের অন্তর মেরে ফেলে। এর কারণে অন্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ। সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না; বরং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। অনেক সময় এমন হয়, যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে বা তাঁকে ভয় করে, তার আশেপাশের মানুষগুলো বাহ্যিকভাবে তাকে অপছন্দ করে; কিন্তু মনে মনে তারাও তার প্রতি সমীহবোধ করে। যায়দ ইবনু আসলাম রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, বলা হয় যে—

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, মানুষেরা তাকে গোপনে ভালোবাসে, যদিও প্রকাশ্যে তাকে অপছন্দ করে। (0)

আল্লাহর ভালোবাসা পেলে যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনই আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তাঁর বিরাগভাজন এবং অপমানিত হতে হয়।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল বলেন,

"আমি দেখেছি গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখে আর নফস বা প্রবৃত্তির অবাধ্য হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।'

লজ্জা-শরম কমে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ বলেছেন লজ্জা ঈমানের একটি শাখা) গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। তখন যা ইচ্ছা তা-ই করা যায়। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে।

লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নেই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না। আর যখন কারও মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন তার কর্মকান্ড বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হবে।

গুনাহ জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয়

রাতের অন্ধকারে আলোহীন পথিকের যে অবস্থা হয় গুনাহের ভারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরও তেমন অবস্থা হয়। চোখ না থাকার কারণে অন্ধ ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার সবকিছু যেমন

অন্ধকার মনে হয় তেমনই গুনাহের কারণে চামড়ার চোখ থাকার পরও গুনাহকারী ব্যক্তি অন্ধকারে হাবুডুবু খায়। কারণ, আল্লাহর আনুগত্য করাই। হচ্ছে আসল আলো। আর তাঁর অবাধ্যতাই হচ্ছে অন্ধকার।

অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক তত পথ হারায় ঠিক তেমনি গুনাহ মাফ না করিয়ে বান্দা যখন নতুন নতুন গুনাহ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদআত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ বুঝতেই পারে না। সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোনো কিছুকেই গুনাহ মনে করে না।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন-

إن للحسنة ضياء في الوجه، ونوراً في القلب، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن، ومحمية في قلوب الخلق، وإن للسيدة سواداً في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن ونقصاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق

সাওয়াবের কাজ হলো চেহারার উজ্জ্বলতা, অন্তরের আলো, রিযিকের প্রশস্তি, শরীরের শক্তি এবং মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী। আর গুনাহ হচ্ছে চেহারার কলুষতা, অন্তরের অন্ধকার, শরীরের দুর্বলতা, রিযিকের সংকট ও মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।।

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর কোনো কুপ্রভাব যদি নাও থাকত তথাপি শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট ছিল। গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দুটি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা-কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।

গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়

গুনাহের কুপ্রভাব ধীরে ধীরে এর থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। এমনকি আরও বেশি পরিমাণে গুনাহ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে দেয়। অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে মিথ্যাবাদীদের মতো শুধু মৌখিক ইস্তিগফার করা হয় কিন্তু অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। আর এটাই মানুষকে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায়

নিয়মিত গুনাহ করতে থাকলে অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায়। ফলে এটাকে আর খারাপ কিছু মনে হয় না। তখন গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। গুনাহকারী ব্যক্তিকে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কিছুই আসে যায় না।

গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয়

কেউ যখন অতিমাত্রায় গুনাহ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে অন্তরে ভালো কিছুর প্রভাব পড়ে না। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।।

উল্লিখিত কুপ্রভাবগুলো ছাড়াও গুনাহের আরও অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। গুনাহের কুপ্রভাবে যেমন জীবন সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে যায়, তেমনি গুনাহ থেকে মুক্তি জীবনকে করে উচ্ছ্বল, উজ্জ্বল, সফল ও সুখময়।

গুনাহ মাফের পন্থাসমূহ

গুনাহ মাফের যতগুলো উপায় পবিত্র কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ উপায়গুলো ধারাবাহিকভাবে দলিলসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এখানে বড়-ছোট উপায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১. ইস্তিগফার করা

আরবীতে 'আল-ইস্তিগফার' (الإستغفار) শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্ষমা চাওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় গুনাহের কথা স্মরণ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করাকে ''ইস্তিগফার' বলা হয়। অন্যভাবে বললে, অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে আর না করার ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে মিনতি করাকে ''ইস্তিগফার' বলে। ক্ষমাকে আরবীতে 'মাগফিরাত'ও বলা হয়। যেমন, আমরা বলি, অমুকের জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।

ক্ষমা করার উপযুক্ত কেবল একজনই; তিনি হলেন আল্লাহ। তাই তার কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়। যে-সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারেন না সে-সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে ক্ষমা চাওয়া হারাম ও শিরক। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা নূহ-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজেকে গাফুর তথা ক্ষমাশীল এবং রাহীম তথা সাবান হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন...

واستغفر الله إن الله كان غَفُورًا رَّحِيمًا

আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু অন্য আয়াতে তিনি বলেন-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنَّه كان لوانات

আপনি আপনার রবের প্রশংসার মাধ্যমে পবিত্রতা জ্ঞাপন করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী ।

কোনো পাপী বান্দা যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তিনি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন—

(وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

আর যে-ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে—

يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ

হে আমার বান্দারা, তোমরা রাতদিন পাপ করে থাকো, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং, তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব [৪]

নবীজি (সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য) প্রতিদিন ১০০ বার প্রার্থনা করতেন। তিনি বলেন—

إنَّه ليغان على قلبين وإلى لِأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

আমার অন্তর খানিক বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর আমি দিনে ১০০ বার আমার নিকট। তিনি আরও বলেন-

وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক ৭০ বারেরও বেশি ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি (1)

ইবনু উমার * বলেন, একই মজলিসে বসে নবীজি -এর এই ইস্তিগফারটি ১০০ বার পাঠ করতাম—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করো, আমার তাওবা কবুল করো, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়াময় ।

নবীজি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়ার পরও যদি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার মহান রবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারেন, তাহলে আমার-আপনার মতো পাপীদের কী করা উচিত? প্রতিদিন কতবার ইস্তিগফার ও তাওবা করা উচিত?

ইস্তিগফারের কিছু ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। প্রতিদিন ১০০ বার ইস্তিগফার পড়লে মন-মস্তিষ্কে তার একটি বিশেষ প্রভাব পড়ে। কারণ, বারবার উচ্চারিত কথা ব্রেনের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় স্থান করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী মানুষের চরিত্র ও আচরণে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সুতরাং, পাপ থেকে বারবার ক্ষমা চাইলে পাপের প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস যায়।

আমরা কেন ইস্তিগফার করব?

আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকের বরকত লাভের জন্য ইস্তিগফার করা জরুরি। ইস্তিগফারের কারণে আল্লাহ তাওবাকারীর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেন। নহ তার জাতিকে ইস্তিগফারের আহ্বান জানিয়ে কয়েকটি প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে নূহ-এর সেই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا(

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا(

আর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দেবেন বাগ-বাগিচা আর নদী-নালা

উপযুক্ত আয়াতগুলোতে ইস্তিগফারের ৫টি উপকারিতার কথা বলা হয়েছে :

১. মুষলধারে বৃষ্টি লাভ;

২. ধন-সম্পদ লাভ;

৩. সন্তান-সন্ততি লাভ;

৪. বাগ-বাগিচা লাভ;

৫. নদী-নালা লাভ।

ইস্তিগফারের এত এত লাভ! তথাপি কেন আমরা ইস্তিগফার করি না?

আমরা ইস্তিগফার করব পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য। প্রখ্যাত ফকীহ তাবিয়ী বকর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুযানী (মৃত্যু ১০৬ হিজরী) একদিন কোথাও যাওয়ার পথে দেখলেন, তার সামনে এক কাঠুরে 'আলহামদু লিল্লাহ', 'আসতাগফিরুল্লাহ'' বলতে বলতে পথ চলছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এ ছাড়া অন্যকিছু জানো না?" কাঠুরে বলল, অবশ্যই জানি। আমি একজন কুরআনের হাফিজ, এছাড়া অনেক দুআ-যিকিরও আমার জানা; কিন্তু মানুষ সর্বদা পাপে নিমজ্জিত ও নিয়ামতে ডুবে থাকে। তাই আমি পাপ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং তাঁর দেওয়া নিয়ামতের জন্য প্রশংসা করি।' এ কথা শুনে বকর আল-মুযানী বললেন, আবু বকর হলো অজ্ঞ, আর কাঠুরে হলো বিজ্ঞ। [২]

আমরা কেউ পাপমুক্ত নই। তাই আসুন, পাপ বর্জন করি এবং সংকল্প করি, আর পাপ করব না। আর সেই সাথে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

আমরা ইস্তিগফার করব হতাশা থেকে মুক্তির জন্য। গুনাহ করতে করতে আ একটা পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়ি—আমরা যে এত গুনাহ করেছি, আল্লাহ কি মান করবেন? আর সেই সুযোগে শয়তান আমাদের দ্বারা আরও গুনাহ করায়।

শয়তানকে আমরা তিনবার সফল করি : প্রথমবার গুনাহ করে; দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে; তৃতীয়বার ইস্তিগফার ও তাওবা না করে গুনাহ অব্যাহত রেখে। তাই শয়তানকে ব্যর্থ করে আমরা যদি সফল হতে চাই এবং হতাশা থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের তাওবা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং সকল গুনাহ মাফ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوب جميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, শয়তানের প্ররোচনায় যত গুনাহই হোক না কেন

কখনও হতাশ হওয়া যাবে না; বরং আল্লাহর রহমতের আশায় আশাবাদী হয়ে তাঁর

নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি ছাড়া মাফ করার আর কে আছে?

সকাল-সন্ধ্যায় ইস্তিগফার করার জন্য 'সায়্যিদুল ইস্তিগফার' নামক দুআটি পড়া খুবই ফজিলতের। দুআটি হলো—

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقني وأنا عبدك وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْيا ما ناطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتِكَ عَلَى، وَأَبُوهُ لكَ بذنى فَاغْفِرُ لي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

[আল্লা-হুম্মা আন্তা রব্বী, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতার 'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবুউ বিযাম্বী, ফাগফিরল ফাইন্নাহু লা ইয়াগফির বা ইল্লা আন্তা।

হে আল্লাহ, আপনিই আমার রব। আপনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার দাস। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার ওপর আপনার যে অনুদান রয়েছে তা আমি নিয়ামত স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি। সুতরাং, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, যেহেতু আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।

এই দুআটির ফজিলত সম্পর্কে নবীজি বলেছেন—

ومَنْ قَالَهَا مِن النَّهَارِ مُوقِنا بها فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِن اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

যে-ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুআটি পড়বে অতঃপর সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে-ব্যক্তি রাতে (সন্ধ্যায়) এ দুআটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সেই রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দিনরাত সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা জরুরি। কারণ, আমরা প্রায় সবসময়ই পাপে ডুবে থাকি। কীভাবে যে পাপ হয়ে যাচ্ছে আমরা হয়তো টেরও পাচ্ছি না। তাই আমাদের উচিত সদা-সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকা। ক্ষমাপ্রার্থনা করার জন্য ব্যাপক কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। অন্তত 'আসতাগফিরুল্লাহ' পড়লেও ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। তবে বুঝে বুঝে দুআ করা উচিত। আমি যা বলছি তা যদি না-ই বুঝি তাহলে কীভাবে আমার আবেদন কবুলের আশা করতে পারি? ক্ষমাপ্রার্থনা

করলে পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা ভালোবাসেন। তাই আমাদের উচিত গুনাহ মোচনের জন্য বেশি বেশি ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

তাওবা করা

'তওবা' আরবী শব্দ। এর অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে গেলে তার জন্য আবার আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগের নাম-ই ত ওবা'। সাইদী আরবের বিখ্যাত আলিম শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহা-এর মতে তাওবা হলো -

'আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগতো ফিরে আসা।

সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ তাওবা হলো কুফর ও শিরক থেকে তাওবা কে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসা। তারপর গুরুত্বপূর্ণ তাওবা হলো কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করা। আর সর্বশেষ তাওবা হলো সগীরা গুনাহ থেকে তাওবা করা।

তাওবার নামাজ:

তাওবা করার ক্ষেত্রে তাওবার নামাজের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা উচিত। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

فَيَسْتَغْفِرُ الله، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

যখন কোনো মুমিন কোনো বড় পাপ করে বসে, অতঃপর (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তমরূপে ওযু করে এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

এজন্য তাওবা করতে হলে প্রথমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে অত্যন্ত কাকুতি- মিনতির সাথে কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।

তাওবার ফায়দা

অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাওবা করার উপকারিতা হলো, আল্লাহ তাআলা তাকে গুনাহ থেকে পবিত্রতা দান করেন এবং তার আমলনামা থেকে পাপগুলো মুছে দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَنسَى اللهُ حَفَظَتَهُ ذُنُوبَهُ، وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمهُ فِي الأَرْضِ، حَتَّى يَلْقَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ بذنب

বান্দা যখন তার গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা আমলনামা লেখক ফেরেশতাদেরকে সেই পাপের কথা ভুলিয়ে দেন। সেই সাথে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গুনাহ করার স্থান হতেও গুনাহের প্রভাব মুছে দেন। অবশেষে সে এমনভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো গুনাহের সাক্ষ্য দেওয়া হয় না।'

আল্লামা মুনাভি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন, এর কারণ হলো তাওবার হুকুম স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আর তিনি তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। গুনাহগার ব্যক্তিরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সান্নিধ্যের মাধ্যমে নিজের ময়লা-আবর্জনাকে পরিচ্ছন্ন করে। আর যখন সেসব লোকেরা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে দয়াপরবশ হয়ে যান। যেন তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তাদের দোষ-ত্রুটি ও অপরাধের ব্যাপারে অবগত হতে না পারে। তাই তিনি তাওবাকারী বান্দাকে রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলেন।

১. মুসলিম : ৭১৬৫, মুসনাদে আহমাদ ১৯৪৫৭।

২. মুসনাদে আহামাদ ৫৬, সুনানে কুবরা : ১০১৭৮।

তাওবায়ে নাসুহার শর্তাবলী

তাওবায়ে নাসুহা কাকে বলে, অর্থাৎ সাচ্চা তাওবা কীভাবে করতে হয়। এর জন্য রয়েছে কিছু শর্ত। সেসব শর্ত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন,

১. তৎক্ষণাত গুনাহ থেকে ফিরে আসতে হবে। এমন যেন না হয় যে, গুনাহের কাজও চলছে আবার তাওবাও করছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে একে তাওবা বলে না।

একটি হাদিসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবা করে সে যেন এমন ব্যক্তির মতো হয়ে যায় যার কোনো গুনাহই নাই। আর যে ব্যক্তি গুনাহ করা অবস্থায় ইসতিগফার করে সে যেন আল্লাহর সাথে উপহাস করে।

২. গুনাহের কারণে হৃদয়ের গভীরে অনুতপ্ততা ও তার জন্য আফসোস থাকতে হবে। অর্থাৎ, একজন মুমিন হয়ে কীভাবে আমি এই গুনাহ করছি। এটা আমার জন্য মোটেও সঙ্গত হচ্ছে না, এমন মনোভাব জাগ্রত করা। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

التَّوْبَةُ اللدم

মূলত অনুতপ্ততাই হলো তাওবা।

হাদিসগুলোর মর্মের দ্বারা বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাওবা হলো অনুতপ্ততা। যদি মানুষের মনে গুনাহের কারণে অনুতপ্ততা ও আফসোস সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে তাওবাহ সঠিক পদ্ধতিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্তরে যদি গুনাহের কারণে আফসোস ও অনুতপ্ততা না থাকে, তাহলে শুধু জিহ্বা দ্বারা ইসতিগফার করাকে তাওবা বলা হয় না।

৩. পুনরায় সেই গুনাহে জড়িয়ে না পড়া। এজন্য তাওবা করার সময় আল্লাহ তাআলাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমি এই পাপ আর কখনো করব না এবং আমি সর্বাত্মকভাবে সবধরনের অন্যায় ও গুনাহ ত্যাগ করার চেষ্টা করব।

একজন মুসলমান যখন উপরোক্ত শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাওবা করে তখন সে চেষ্টা করে যেন তার দ্বারা আর কখনো গুনাহ না হয়।

ঈমান আনা ও সৎকর্ম করা

ঈমান আনা ও সংকাজ করা ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা এই কাজ করতে পারে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসহ অসংখ্য পুরস্কার। এর মাঝে অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ মাফ হওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كانُوا يَعْمَلُونات

আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেব এবং অবশ্যই তাদের উত্তম আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত।

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে—আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য—তিনি তাদের অপরাধ মার্জনা করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন (2)

তিনি আরও বলেন—

ومن يُؤْمن باللهِ وَيَعْمَلْ صَالحًا يُرْ عَنْهُ سَناتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ أخرى من تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَنا ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে তিনি তার সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেবেন এবং তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।

[১] সূরা আনকাকৃত, আয়াত : ৭

[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত :

[৩] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১

শিরকমুক্ত জীবন গড়া ও সাধ্যানুযায়ী আমল করা

ঈমান ও আমলের কোথাও সামান্য শিরক থাকলে আল্লাহ তা বরদাশত করবেন না। এছাড়া অন্য যে-কোনো গুনাহ ক্ষমা করবেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, যা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচন করা হয়েছে। শিরকমুক্তভাবে যতটুকু আমল করা হবে তা-ই আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শিরকমুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী আমল করে যাওয়াই মুমিনের দায়িত্ব।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ بى اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ المَغْفِرَةِ وَأَغْفِرُ لك ولا أبالي

হে আদম-সন্তান, তুমি আমার যতটুকুই ইবাদত করো এবং ভালো আশা করো যদি তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশী স্থাপন না করো তাহলে তোমার আমল যা-ই হোক না কেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। তুমি যদি আসমান ও জমিন-ভর্তি অপরাধ ও গুনাহ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও তাহলে আমিও আসমান ও জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো এবং আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি কাউকে পরোয়া করি না। অপর একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ عَلِمَ أَنِّى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهِ وَلَا أُبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا

যে-ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, আমি গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা রাখি এবং আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক স্থাপন করল না, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, এ ক্ষেত্রে আমি কারও পরোয়া করব না।

[১] সূরা আহকাফ, আয়াত : ৩১)

[2] সহীহ আল-জামি : ৪৩৪১, হাদীসটি সহীহ।

গুনাহ মাফের আমলসমূহ

যে আমলগুলো পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেয় ইসলামে এমন কিছু আমল রয়েছে যেগুলোর কোনো একটি যিনি করবেন তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নে সে-সব আমলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. অজু করা

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ -এর দেখানো পদ্ধতিতে অজু করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। একদিন তৃতীয় খলীফা উসমান অজু করার পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে এভাবেই অজু করতে দেখেছি। অতঃপর বললেন-

مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

যে-ব্যক্তি এরূপ অজু করবে, তার পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হবে এবং তার সালাত ও মসজিদের দিকে চলার সাওয়াব অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে (১)

২. সুন্দরভাবে অজু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করা

উত্তমরূপে অজু করলে যেমন গুনাহ মাফ হয় তদ্রুপ কেউ যদি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দুই রাকআত সালাত আদায় করে তাহলেও তার বিগত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী বলেন, নবীজি বলেছেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَلْبِهِ

যে-ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করে, অতঃপর একাগ্রচিত্তে নির্ভুলভাবে দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

অপর হাদীসে এসেছে-

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মোতাবেক অজু করবে এবং সালাত আদায় করবে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। উসমান-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি বলেন-

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوبِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে-ব্যক্তি আমার মতো এ রকম অজু করবে, অতঃপর দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, যাতে নিজের সাথে কোনোরূপ বাক্যালাপ করবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

[১] সহীহ মুসলিম: ৫৬৬

৩. সালাতের সময় হলে উত্তমরূপে অজু করে সালাত আদায় করা খলীফা উসমান হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন-

مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُه صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كانت كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُله

কোনো মুসলিম ব্যক্তির যখন কোনো ফরজ সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের জন্য উত্তমরূপে অজু করে, সালাতে বিনয় ও রুকু উত্তমরূপে আদায় করে, তাহলে যতক্ষণ না সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান অপর এক বর্ণনায় আছে নবীজি বলেছেন-

لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّى صَلَاةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا

যেই মুসলিম ব্যক্তি অজু করবে এবং অজুকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই সালাত ও তার পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে (৪)

[১] শারহু সহীহ মুসলিম, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১০৮

[২] শারহু সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১০৮

[৩] সহীহ মুসলিম: ৫৬৫

[৪] সহীহ মুসলিম

৪. ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা জামাআতে সালাত আদায়কালে ইমাম সাহেব যখন 'গাইরিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বো-ল্লীন' বলবেন, তখন 'আমীন' বলা সুন্নাত।

যে-ব্যক্তি তখন 'আমীন' বলবে আর তার 'আমীন' বলার সাথে ফেরেশতাগণের 'আমীন' বলা যুক্ত হবে (কেননা, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে থাকে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ বলেন-

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বো-ল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে যুক্ত হয়, তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় (১)

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ বলেন-

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُه تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।২

৫. রুকু থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা জামাআতের সাথে সালাত আদায়কালে ইমাম যখন বুকু থেকে ওঠার সনদ 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন মুক্তাদী 'আল্লা-হুম্মা রববানা-লাকাল হাম্দ' বললে তার বিগত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে নবীজি বলেছেন-

ا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যখন ইমাম 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'আল্লা-হুম্মা রববানা-লাকাল হাম্দ' বলো। কেননা, (তখন ফেরেশতারাও এই দুআ পাঠ করে থাকে।) যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যায়, তার বিগত জীবনের সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হয়।

৬. রামাদানের সিয়াম পালন করা

ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় কেউ যদি রামাদান মাসের ফরজ সিয়াম পালন করে তাহলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রাও হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে-ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রামাদানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।১।

[১] মিন মুকাফফিরাতিষ যুনুব, পৃষ্ঠা: ২৩

[২] সহীহ বুখারী: ৭৯৬; সহীহ মুসলিম: ৯৪০

৭. রামাদানে কিয়ামুল লাইল আদায় করা

রামাদান মাসে কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করলে বিগত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে-ব্যক্তি রামাদানের রাতে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় (২

ইবনু হাজার আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

'হাদীসের বাহ্যিক অর্থ সগীরা-কবীরা সকল গুনাহকে শামিল করে। ইবনুল মুনযির এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম নববীর মতে, এ হাদীস শুধু সগীরা গুনাহের জন্য নির্ধারিত। ইমামুল হারামাইনও একই মত পোষণ করেছেন। কাজী ইয়ায এ মতকে আহলুস সুন্নাতের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আমলনামায় সগীরা গুনাহ না থাকলে কবীরা গুনাহ (যদি থাকে) হালকা করে দেওয়া হয়।'[]

৮. লাইলাতুল কদরের সালাত আদায় করা

লাইলাতুল কদর তথা শবে কদরের রাতে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করলে পূর্বেকার সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে-ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্টভাবে প্রতিবছর ২৭ রামাদানের রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে নির্ধারণ করার কোনো ভিত্তি নেই। ২৭ তারিখও হতে পারে আবার ২১, ২৩, ২৫ ব ২৯ রামাদানের রাতও কদরের রাত হতে পারে। এজন্য রাসুলুল্লাহ রামাদানের শেষ

দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন-

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

তোমরা রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর। অনুসন্ধান করো [২]

[১] সহীহ বুখারী: ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম: ১৮১৭

[২] সহীহ বুখারী: ৩৭, ২০০৯; সহীহ মুসলিম: ১৮১৫-১৮১৬

[৩] জন্ম: ৭৭৩ হিজরী - মৃত্যু: ৮৫২ হিজরী

[৪] ফাতহুল বারী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫১

৯.ইসলাম গ্রহণ করা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী, আপনার হাতে থাকা বন্দীদের বলে দিন, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোনো কল্যাণ (ঈমান) দেখতে পান, তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের থেকে নেয়া জিনিসের দ্বিগুণ প্রদান করবেন এবং তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা পরম ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।" "

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

"আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা (কুফুরী থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যদি তারা পুনরায় তাতে লিপ্ত হয় তাহলে তো তাদের সামনে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত রয়েছেই।"

আবু সাঈদ এ থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় পূর্ববর্তী সকল নেক আমলগুলো লিপিবদ্ধ করে দেন এবং পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। পরবর্তী সময়ে তার নেক আমলগুলো মন্দ কাজের জন্য প্রতিষেধক হয়ে থাকে। প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে সে দশগুণ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লাভ করে। আর মন্দ কাজের কারণে কেবল তার সমপরিমাণই গুনাহ হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। **

আমর বিন আস থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, তুমি কি জানো না, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। আর হজ্ব পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। "

১০. হিজরত করা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে সে ভূপৃষ্ঠে বহু প্রশস্ত আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে। আর যে নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতের জন্য বের হয় আর পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, সে আল্লাহর পক্ষ হতে সাওয়াব পেয়ে যাবে। আল্লাহ তো হলেন পরম ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।"

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে থাকে। আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।"

[৫৫] সূরা আনফাল: ৩৮

[৫৬] নাসাঈ, সহীহুল জামি, হাদীস নং: ৩৩৬

[৫৭] মুসলিম, সহীহুল জামি, হাদীস নং: ১৩২৯

[৫৮] সূরা নিসা: ১০০

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"যারা ফিতনায় নিপতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে এরপর জিহাদ করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এরপর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

আমর বিন আস থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, তোমার কি জানা নেই যে, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। হিজরত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয় আর হজ্বও তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

১১.ফিতনার সময় ইবাদত-বন্দেগী করা

মা'কিল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন প্রচণ্ড খুন-খারাবী ও ফিতনার সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার নিকট হিজরত করার ন্যায়। ২

ইবনুল আরাবী বলেন, পূর্ববর্তী যুগে মুসলমানগণ ঈমান-আমল রক্ষা করার জন্য অমু-সলিম রাষ্ট্র থেকে হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসত। আর বর্তমানে কোথাও ফিতনা দেখা দিলে মুসলমানগণের কর্তব্য হলো, ফিতনা থেকে বেঁচে ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং ওই স্থান পরিত্যাগ করা, যা এক প্রকারের হিজরত। যা হিজরতের ন্যায় পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়।

[৫৯] সূরা বাকারা: ২১৮

[৬০] সূরা নাহল: ১১০

[৬১] মুসলিম; সহীহুল জামি, হাদীস নং: ১৩২৯

[৬২] সহীহুল জামে: ৩৯৭৪; সনদ সহীহ

১২.আযানের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়া

সাদ থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন, যে ব্যক্তি আযানের পর নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে, মুহাম্মাদ -কে রাসূল হিসাবে পেয়ে ও ইসলামকে দ্বীনকে হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।"*

১৩. নামাজের পর মসজিদে কিছু সময় অবস্থান করা

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল গঞ্জ বলেছেন, নামাজের পর স্বস্থানে বসে কোনো কথাবার্তা না বললে ওই স্থান হতে উঠে যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এ বলে দুআ করতে থাকে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি অনুগ্রহ করো।

১৪. পায়ে হেঁটে জামাতে শরীক হওয়া

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, গুনাহ মাফকারী আমলগুলো হচ্ছে, যখন ওযু করতে কষ্ট হয় তখন উত্তমরূপে ওযু করা, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া, এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। **

উসমান থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় অযু করে ফরজ সালাত আদায় করা দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ দূরকারী। **

গুনাহ মাফের অন্যান্য আমলসমূহ

১.আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করা (ভরসা করা)

কোরআনে এসেছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ RA زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٢٦

"প্রকৃত মুমিন তো তারাই যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায় আর যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে। যারা নামাজ আদায় করে এবং আমার প্রদত্ত রিযিক হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপা- লকের নিকট সুউচ্চ মর্যাদা এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।" **১০০**

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তরগুলো পাখির অন্তরের মতো হবে। (আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দিক থেকে) **১৩৭**

২.সৎকর্ম সম্পাদন করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

"যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদান।" **১২৬**

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

"যে ব্যক্তি তাওবা করে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে সঠিকভাবে জীবন পরিচালিত করেছে আমি অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেব।" **১২৭**

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

"তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও, তাহলে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।" ১৯

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং উত্তম রিযিক।" ১২৯

৩. অনুগত থাকা

৪. সত্যবাদী হওয়া

৫. বিনয়াবনত হওয়া

৬. লজ্জাস্থান হেফাযত করা

কোরআনে এসেছে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় মুসলিম নর-নারী, মুমিন নর-নারী, অনুগত নর-নারী, বিনয়াবনত নর-নারী, সদকাকারী নর-নারী, রোযাদার নর-নারী, লজ্জাস্থান হেফাযতকারী নব-নারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী নর-নারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছেন।" ১০০

[১৮] সূরা ইসরা: ২৫

[১২৯] সূরা সাবা: ০৪

৪) সূরা আহযাব: ৩৫

৭. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা

কোরআনে এসেছে,

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

"তুমি তো শুধু তাকেই সতর্ক করবে, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও পরম করুণাময় আল্লাহকে ভয় করে।"**"

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِا لْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ

"যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর মহা পুরস্কার।" সূরা মূলক - আয়াত ১২

রাসূল বলেন, এক ব্যক্তি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছিল, যখন সে মৃত্যুশয্যায় পৌঁছে তখন সে নিজ সন্তানদের ওসীয়ত করে যে, মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে সমুদ্রে ফেলে দেবে। আল্লাহর কসম, যদি আমার রব আমাকে পাকড়াও করতে পারেন তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দেবেন যে শাস্তি তিনি কাউকে দেননি। ছেলেরা মৃত্যুর পর এমনটাই করল। এরপর আল্লাহ তাআলা যমীনকে বললেন, তোমার ভেতর যা আছে উপস্থিত করো। এরপর দেখা গেল যে, সে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, তুমি কেন এমন করলে? সে বলল, হে রব, আমি আপনার ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলাম। আল্লাহ তাআলা এ (ভয়ের) কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। ১০০

৮. শুকরিয়া আদায় করা

কোরআনে এসেছে,

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতরাজি গণনা করো তাহলে তার ইয়ত্তা পাবে না, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমরা এতে আরোহণ করো, এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" ১২

[১৩১] সূরা ইয়াসীন: ১১

[১৩২] সূরা মূলক: ১২

[১৩৩] মুসলিম: ২৭৫৬

৯.দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

মুয়ায এ থেকে বর্ণিত, রাসূল ঞ্জ বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা যায় আর দৃঢ়চিত্তে এ সাক্ষ্য দেয়- 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল', আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

১০. দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকা

নিহায়া আল জুহানী এও বলেন, আমরা রাসূল এর সাথে চলছিলাম। যখন আমরা কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন রাসূল ও উত্তম বাক্যাবলির মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে এই সাক্ষ্য দেবে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল', এরপর সে ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ থাকবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ১**

১১. লজ্জা

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমান জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত। অশ্লীলতা রূঢ়তার অঙ্গ আর আর রূঢ়তা জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত। ১**

১২. নিম্নোক্ত দুআ পড়া

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে,

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبَالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

"আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।" ১০০

[১৪২] মুসনাদু আহমাদ, সহীহুল আমি, হাদীস নং: ৫৭৯৩

[১৪৩] মুসনাদু আহমাদ: ১৬২১৮

[১৪৪) তিরমিযী, সহীহুল জামি, হাদীস নং: ৩১৯৯

[১৪২] আবু দাউদ, সহীহুল জামি, হাদীস নং: ৬৪২৮

যে আমলগুলো সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহও মিটিয়ে দেয়

১. প্রত্যেক সালাতের পর নির্ধারিত যিকির নির্দিষ্টবার পাঠ করা

যদি কেউ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও পাপ করে এবং নির্দিষ্ট কতিপয় নেক আমল করে, তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে। এটা মুমিনের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ করুণা। তন্মধ্যে একটি আমল হলো, ফরজ সালাতের পর যথা নিয়মে যিকির পাঠ করা।

নবীজি বলেন, যে-ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূর্ণ করার জন্য এই দুআ পাঠ করে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়;

যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়-

لا إله إلا الله وحهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর]

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।১।

[১] মুসনাদে আহমাদ: ১৭১১৮; সহীহুত তারুগীব: ৩৪২৩, হাদীসটি সহীহ, সিলসিলা আস-সহীহাহ: ১৬১১

২. নির্দিষ্ট যিকির ১০০ বার পাঠ করা

হাদীসে এমন একটি দুআর কথা এসেছে যেটি প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ থাকলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে। নবীজি বলেছেন-

যে-ব্যক্তি দৈনিক একশত বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِ 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী'(১৯(পড়বে তার পাপসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয় (৩)

অরেক বর্ণনায় পাওয়া যায় আবু হুরায়রা বলেন, তিনি নবীজি-কে বলতে শুনেছেন-

যে-ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' যিকিরটি সকাল বেলায় ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি হয়। [৪]

[১] সহীহ মুসলিম: ১৩৮০; মুসনাদে আহমাদ: ৮৮৩৪

[২] অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি

৩. বিছানায় ঘুমাবার সময় নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা

বিছানায় ঘুমাবার সময় পাঠ করতে হয় এমন একটি দুআর ব্যাপারে নবীজি বলেছেন, যে-ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে এই দুআ পাঠ করবে তার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়-

اله الا اله وحده لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

[লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। সুবহানাল্লা-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার]

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় ও সামর্থ্য নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সবার চেয়ে মহান।[১]

উল্লেখ্য যে, ঘুমাবার পূর্বে পাঠযোগ্য আরও একাধিক দুআ রয়েছে। তবে সেগুলো পড়লে অন্য ফজিলত পাওয়া যাবে ঠিক; কিন্তু গুনাহ মাফের ফজিলত পাওয়া যাবে এমনটা বলা হয়নি।

৪. নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা

এমন একটি যিকির রয়েছে যেটি দিনরাত যে-কোনো সময় পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা সমান (বা তার থেকে বেশি) পাপরাশিও মাফ হয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, পৃথিবীর বুকে যে কেউ নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করবে তার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়া সুবহানাল্লা-হ, ওয়ালহামদু লিল্লা-হ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় ও সামর্থ্য নেই।

তিরমিযীর বর্ণনায় 'ওয়ালহামদু লিল্লাহ' যিকিরটি নেই

৫. ফজরের সালাতের পর ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাড়া

ফজরের সালাত এমনিতেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়টার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে নিম্নের হাদীসটি।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهِ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

যে-ব্যক্তি ফজরের সালাতের পর একশতবার সুবহা-নাল্লা-হ এবং একশতবার লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়।৩।

হাদীসে বর্ণিত এত বড় পুরস্কার পেতে হলে তাসবীহ, তাহলীলের শব্দ-বাক্যগুলো বেখেয়ালে শুধু মুখে আওড়ালেই হবে না; বরং বুঝে-শুনে, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে, আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান অন্তরে ধারণ করে পাঠ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় হাদীসে বর্ণিত পুরস্কার লাভ করা যাবে।[৪]

পাপ ত্যাগ করার কয়েকটি গরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

এ পর্যায়ে আমরা বুযুর্গানে দীন ও সালাফদের বাণী ও নসিহতের আলোকে গুনাহ পরিত্যাগ করার কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আমরা নফসকে বিভিন্ন রোগ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত রাখার বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করব। এসব বিষয় ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারলে আশা করা যায় এতে গুনাহ ত্যাগ করা সহজ হয়ে যাবে।

১. আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করা

মানুষ যেভাবে মানুষকে লজ্জা করে ঠিক তেমনভাবে আল্লাহ তাআলাকেও লজ্জা করতে হবে; বরং আল্লাহ তাআলাকে তো আরও অনেক বেশি লজ্জা করতে হবে। আচ্ছা বলুন তো কোনো ব্যক্তি কি নিজের বাবা-মা, উস্তায বা মুরব্বিদের সামনে পাপ করতে পারবে? পারবে না। অথবা উস্তায বা মুরুব্বির সামনে অন্যায় অপরাধ করতে পারবে? পারবে না। কারণ, 'হায়া' বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে হাজারো অন্যায় অপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলা প্রতি লজ্জা এসে যায়, তাহলে সে অবশ্যই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

লজ্জাশীলতার ফজিলত

এজন্যই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

অর্থাৎ, লজ্জা ইমানের শাখা।

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

مَا كَانَ الحَياءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. অর্থাৎ, যার মধ্যে লজ্জা রয়েছে তা তাকে সুসজ্জিত করে।'

লজ্জাশীলতার হাকিকত

একটি হাদিসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاء قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ اله، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاء أَنْ تَحفظ الرأس وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاء .

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথরূপে লজ্জা করো। সাহাবা রাযি, আরজ করলেন, আমরা তো আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলাকে যথাযথ লজ্জা করার অর্থ হলো, তুমি মাথা ও তাতে যা সংরক্ষিত, (চক্ষু, কান, নাক, জবান) তা রক্ষা করবে; পেট ও তার চতুরপার্শের জিনিস, (লজ্জাস্থান, পা, হাত) তা হেফাজত করবে এবং পরকাল ও (কবরে শরিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) হাড্ডি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে। যে ব্যক্তি আখেরাতের আশা রাখে সে যেন দুনিয়ার আড়ম্বরতা পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করল সে যথাযথ লজ্জা করল।

নির্লজ্জতার পরিণতি

হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি এমন কতিপয় ব্যক্তিকে চিনি যারা কিয়ামতের তাহামা পাহাড় সমান উজ্জ্বল আমল নিয়ে হাজির হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের এই সব আমলকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার ন্যায় নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

হযরত ছাওবান রাযি. আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব লোকদের অবস্থা কিছু বলুন যাতে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। কেননা আমরা তাদেরকে চিনি না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং রাতে তোমাদের মতোই ইবাদত করে, কিন্তু তারা যখন নির্জনে আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয়ের কাছে যায় তখন নির্দ্বিধায় তাতে লিপ্ত হয়।

হাকিম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, হযরত বাহয বিন হাকিম তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের লজ্জাস্থান দ্বারা আমরা কী করতে পারব আর কী পারব না?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইরশাদ করলেন, স্বীয় স্ত্রী ও বাঁদী ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে তা হেফাজত করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যদি নির্জনতায় থাকি! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নির্জনতায় লজ্জা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি হকদার।'

এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করার অর্থ হলো, মানুষ গুনাহ ও নির্লজ্জ কাজকর্ম পরিহার করবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবধরনের অন্যায় ও পাপ থেকে হেফাজত করবে। আর বে-হায়া কথাবার্তা থেকে সে বিরত থাকবে।

লজ্জা দু'প্রকার

ইমাম মুহাম্মদ বিন নসর মারুযি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তায়জিমু কাদরিস সালাত' গ্রন্থে লেখেন, লজ্জা দু'প্রকার। একটি হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জা। দ্বিতীয়টি হলো বান্দাকে লজ্জা করা। বান্দার জন্য সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল্লাহর প্রতি লজ্জা প্রকাশ করা। আল্লাহ তাআলা যদি একথা না বলতেন যে, মানুষকে লজ্জা করা একটি উত্তম গুণ তাহলে হায়া-লজ্জা করার একমাত্র উপযুক্ত সত্তা হতেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কেননা, উপকার-অপকার প্রদানের একমাত্র মালিক তিনিই। তবে আল্লাহ তাআলা এটাও অনেক পছন্দ করেন যে, বান্দা একে অপরকে লজ্জা করুক এবং একে অপরের দোষ গোপন রাখুক।

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি রহ. বলেন, লজ্জা দু'প্রকার। একটি হলো, তোমার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যকার লজ্জা। আর দ্বিতীয় লজ্জা হলো, তোমার ও আল্লাহ তাআলার মধ্যকার লজ্জা। তোমার ও অপরাপর মানুষের মাঝে লজ্জা অর্থ হলো, তুমি সেসব

বিষয় থেকে দৃষ্টির হেফাজত করবে, যা হারাম। আর আল্লাহ তাআলা ও তোমার মধ্যকার লজ্জা হলো, আল্লাহ তাআলার সকল নেয়ামত সম্পর্কে জানা এবং তাঁর নাফরমানি করার ক্ষেত্রে লজ্জা করা।

লজ্জার ব্যাপারে পূর্বসূরিদের বক্তব্য

১. হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রহ. বলেন, তোমরা দরজা বন্ধ করে থাক এবং পর্দা ঝুলিয়ে দাও এবং মানুষের প্রতি লজ্জা প্রকাশ কর। অথচ এই কুরআনকে লজ্জা কর না, যা বুকের মধ্যে আছে। আর মহান রবকে লজ্জা কর না, যার নিকট তোমার কোনো কিছুই গোপন নয়।

২. হযরত ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া বলেন, কতিপয় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে উপকারী লজ্জা কোনটি? তখন তারা বললেন, আল্লাহ তাআলার নিকট তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু প্রার্থনা করা এবং তাঁর নাফরমানি করার ক্ষেত্রে লজ্জা করা।

৩. ফকিহ আবুল লায়স সমরকন্দি রহ. উল্লেখ করেছেন, কোনো বুযুর্গ তার সন্তানকে বললেন, তোমার নফস যদি কোনো কবিরা গুনাহের দিকে আহ্বান করে তাহলে প্রথমে তোমার দৃষ্টি আকাশের দিকে প্রসারিত করো এবং সেই সত্তাকে লজ্জা করো যিনি ওখানে আছেন। আর যদি নফস না মানে তাহলে জমিনের দিকে তাকাও এবং সেইসব মানুষকে লজ্জা করো যারা জমিনে রয়েছে। আর যদি তুমি আল্লাহ তাআলাকেও লজ্জা না পাও এবং জমিনের কাউকেও লজ্জা না পাও তাহলে নিজেকে জানোয়ারের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে।

৪. ইমাম ইবনে আতা ইসকেনদারি রহ. বলেন, কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি পাপ করতে চাও তাহলে এমন জায়গায় চলে যাও যেখানে কেউ তোমাকে দেখে না। অর্থাৎ আল্লাহ তো সর্বদ্রষ্টা। তিনিও যেন না দেখেন। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ

তাআলার দর্শনকে লজ্জা না করে; বরং বিভিন্ন পাপের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করতেই থাকে তার অন্তর্চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে।

১. তাম্বিহুল গাফিলিন: ২৭৩।

২. তাম্বিহুল গাফিলিন: ২৭৩।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লজ্জা

আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে-এর লজ্জা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। যেমন তিনি মানুষকে লজ্জা করতেন, তেমন লজ্জা করতেন তাঁর রবকে। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বলেন

أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا.

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কুমারী মেয়ের চেয়েও লাজুক ছিলেন, যে পর্দাবৃত অবস্থায় আছে।

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেটে যেতেন তখন অনেক দূরে চলে যেতেন। এতো দূর যেতেন যে, কেউ তাঁকে দেখতে পেত না।'

এই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানুষের প্রতি লজ্জার দুয়েকটি উদাহরণ। আর আল্লাহর প্রতি লজ্জার অবস্থা তো এই যে, যখন তিনি টয়লেটে যেতেন তখন কাপড় ওঠাতেন একেবারে বসার নিকটবর্তী হয়ে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এবং হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন,

كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে চাইতেন তখন নিজের কাপড় ওঠাতেন না যতক্ষণ না যমিনের কাছাকাছি যেতেন।

এখানে যে লজ্জার কথা বলা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, তা মানুষের প্রতি লজ্জা নয়। কেননা তিনি তো প্রয়োজন পূরণ করতে এত দূর চলে যেতেন যেখানে কোনো পক্ষীও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতো না। তবুও এত লজ্জা পাবার কারণ কী? এটা মূলত আল্লাহ তাআলার প্রতি হায়া-লজ্জা। আর এই লজ্জার কথাই আম্মাজান আয়েশা রাযি. আরেকটি হাদিসে এই শব্দে উল্লেখ করেছেন।

مَا نَظَرْتُ ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.

তিনি বলেন, আমি কখনো রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থান দেখিনি।'

এই হাদিসটিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাশীলতার এক বিরল দৃষ্টান্ত। আর এটাও আল্লাহ তাআলাকেই লজ্জার অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় এটা স্পষ্ট বিষয় যে, স্ত্রীর সাথে লজ্জার কিছু নেই। অথচ এই অবস্থায়ও তিনি আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করে কখনো স্বীয় স্ত্রীর সামনে উলঙ্গ হননি.

২. আল্লাহ তাআলার হাজির-নাজির হওয়ার বিশ্বাস::

গুনাহ পরিত্যাগের দ্বিতীয় দিকনির্দেশনা হলো, সর্বদা আল্লাহকে হাজির নাজির ইয়াকিন করা। বান্দা যখন আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাজির জেনে বিশ্বাস করবে, তখন সে গুনাহ করার সময় তার মধ্যে লজ্জাবোধ ও রবের ভয় কাজ করবে। আর এ কারণে, নির্জনতা ও একাকিত্বেও পাপ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া জন্যে ইরশাদ করেন,

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.

সে কি জানে না যে, আল্লাহ তাকে দেখেন।'

অপর এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দৃষ্টির খেয়ানত সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তিনি জানেন যা অন্তর গোপন করে রাখে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

আল্লাহ তাআলা অন্তর্জামি।

এছাড়াও বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, তিনি তোমাদের সকল কাজ দেখেন এবং সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। এই সমস্ত আয়াত এ কথাই বোঝাচ্ছে যে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই ইয়াকিন ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যে, সর্বক্ষণ ও সর্বস্থানে আল্লাহ তাকে দেখছেন।

গুনাহ মাফের দুআ

গুনাহ মাফের যতগুলো উপায় রয়েছে তন্মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে দুআ। পূর্বের আলোচনায় বিভিন্ন পয়েন্টের অধীনে বেশকিছু দুআ ও যিকির উল্লেখ করা হয়েছে-যা হাদীসে বর্ণিত সময়ে ও সংখ্যায় পাঠ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার কথা রয়েছে। আমরা ওপরের আলোচনায় শুধু সে-সকল দুআ উল্লেখ করেছি যেগুলো সম্পর্কে হাদীসে গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এর বাইরেও অনেক দুআ রয়েছে যেগুলোতে গুনাহ মাফের প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে, তবে কী পরিমাণ গুনাহ মাফ হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তারপরও যেহেতু সেই দুআগুলো কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাই সেগুলোসহ ওপরে আলোচিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু দুআ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো, যাতে পাঠকগণ এই দুআগুলো সহজেই খুঁজে পান এবং মুখস্থ করে দুআগুলো পড়তে পারেন। এখানে কোনো দুআর ফজিলত বর্ণনা করা হয়নি। শুধু কখন কতবার পড়তে হবে তা বর্ণনাপূর্বক দুআগুলো বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ দেওয়া হয়েছে (১)

কুরআনে বর্ণিত গুনাহ মাফের দুআ

ক্ষমাপ্রার্থনা সংক্রান্ত দুআসমূহ

এক.

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

[রব্বি ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী]

হে আমার রব, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দেন।

দুই.

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

[আন্তা ওয়ালিয়্যুনা ফাগ্ফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খাইরুল গা-ফিরীন]

আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, আমাদের ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন; আপনিই তো উত্তম ক্ষমাশীল (১)

তিন.

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

[রব্বিফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খাইরুর রা-হিমীন]

হে আমাদের রব, ক্ষমা করুন ও দয়া করুন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু (০)

চার.

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অন্তরের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান ।

[১] সূরা কসাস ২৮, আয়াত: ১৬

[২] সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৫

[৩] সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১১৮

[৪] সূরা তাহরীম, আয়াত: ০৮

পাঁচ.

سمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

[সামি'না ওয়া আত্ব' না গুদ্রা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর]

আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব, আমরা আপনার নিকটেই ক্ষমাপ্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল (১।

ছয়.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

[রব্বানা তারুব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম, ওয়াতুব 'আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওওয়া-বুর রাহীম]

হে আমাদের রব, আপনি আমাদের পক্ষ হতে এটি কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময় (২)

ভুলবশত কোনো অপরাধ হয়ে গেলে তা থেকে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

[রব্বানা লা তুআ-খিয-না ইন-নাসীনা আও আখত্ব'না]

হে আমাদের রব, আমাদের পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।

কোনো কাজ সহজ, ত্রুটিমুক্ত ও বরকতপূর্ণ হওয়ার দুআ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

[রব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন কবলিনা, রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিন্না মা লা তৃ-ক্বতা লানা বিহী, ওয়া'ফু 'অন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা আন্তা মাওলা-না ফানসুরনা 'আলাল কওমিল কাফিরীন]

হে আমাদের রব, আমাদের ওপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের রব, আমাদের ওপর এমন কঠিন দায়িত্ব দেবেন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের রব, সুতরাং, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন (১)

[১] সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫

[২] সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৭-২৮

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬

মৃত্যুর পরও যে আমলগুলো জারী থাকবে

১. খাল কাটা

২. কূপ খনন করা

৩. সদকায়ে জারিয়া

৪. কোরআন মাজীদ রেখে যাওয়া

৫. সীমান্ত পাহারা দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা

৬. মাগফেরাত কামনাকারী কোনো সন্তান ইত্যাদি রেখে যাওয়া

রাসূল বলেন সাত জিনিস, যার সাওয়াব মৃত্যুর পরে কবরেও চলমান থাকে। কাউকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া, খাল কাটা, কূপ খনন করা, খেজুর গাছ রোপণ করা, মসজিদ নির্মাণ করা, কোরআন মাজীদ রেখে যাওয়া, মৃত্যুর পর মাগফেরাতের দুআকারী সন্তান রেখে যাওয়া।

আবু উমামা থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, চার ব্যক্তি এমন রয়েছে, মৃত্যুর পরও যাদের সাওয়াব চলমান থাকবে। তারা হলো, আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী; কাউকে কোনো দ্বীনী ইলম শিক্ষাদানকারী, তার ইলম দ্বারা যত আমল করা হবে এর সাওয়াব সে পেতেই থাকবে; সদকায়ে জারিয়া করা, যতদিন ওই সদকা বাকি থাকবে ততদিন সে সাওয়াব পেতে থাকবে; কোনো নেক সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার জন্য দুআ করবে। ২৬০

[২৮৯] মুসনাদে বাযযার, সহীহুল জামি, হাদীস নং: ৩৫১৬

[২৯০] মুসনাদু আহমাদ, সহীহুল জামি, হাদীস নং: ৮৯০

৭. কোনো কারণ ছাড়াই আপন অনুগ্রহে বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এক শ রহমত সৃষ্টি করে তার নিকট নিরানব্বইটি রহমত জমা রেখেছেন, আর তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটি

রহমত ছড়িয়ে দিয়েছেন। যদি কাফেররা আল্লাহর নিকট থাকা রহমত সম্পর্কে জানত, তাহলে তারাও জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। আর যদি মুমিন আল্লাহর নিকট থাকা আযাব সম্পর্কে জানত, তাহলে সেও জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকত।

ইবনু উমর এ থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনকে কাছে ডেকে এনে তাকে পর্দাবৃত করে বিভিন্ন গুনাহের স্বীকারোক্তি করাবেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি অমুক অমুক গুনাহ করেছ তা কি তোমার স্মরণ আছে? সে বলবে, হ্যাঁ রব, আমি করেছি।

সে যখন সকল গুনাহের স্বীকারোক্তি করবে আর তার মনে হবে যে, সে নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি এ সকল গুনাহ দুনিয়াতে গোপন করে রেখেছিলাম আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।

এরপর তার ডান হাতে নেক আমলসমূহের আমলনামা প্রদান করা হবে। আর তখন কাফের ও মুনাফিকদের ব্যাপারে সকল সৃষ্টিজীব বলবে, এরা নিজেদের প্রতিপালককে ঢিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। জালিমদের ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত।

জিদ রাসূল বলেন, কেয়ামতের দিন কিছু মুসলমান পাহাড়সম গুনাহ নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে ইয়াহুদীদের আমলনামায় রেখে দেবেন।

আবু যর থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে বের হয়ে ভোর সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি। কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। ফেরেশতাদের বলা হবে, তার সামনে সগীরা গুনাহসমূহ পেশ করো আর কবীরা গুনাহসমূহ ঢেকে রাখো। সগীরা গুনাহসমূহ পেশ করা হলে তাকে বলা হবে তুমি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছ? অমুক অমুক দিন ওই ওই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ, করেছি।

সে এগুলো অস্বীকার করতে পারবে না। সে তখন কবীরা গুনাহসমূহ পেশ করার ভয়ে আতঙ্কিত থাকবে।

তাকে বলা হবে, প্রতিটি গুনাহের বদলে তোমার আমলনামায় একটি করে নেকী দেওয়া হলো। সে তখন বলবে, হে রব, আমি তো আরও কিছু গুনাহ করেছিলাম, যা এখানে দেখছি না। আবু যর বলেন, বাসূল (এই ঘটনা বলে) হেসে ফেললেন। এমনকি তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল।

শাফায়াতের হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, ফেরেশতাগণ শাফায়াত করেছে, নবীগণ শাফায়াত করেছে, মুমিনরা শাফায়াত করেছে, একমাত্র সকল দয়ালুদের চেয়ে বড় দয়ালুই বাকি রয়েছেন। তখন তিনি মুষ্টি দিয়ে জাহান্নাম থেকে একদল লোক বের করবেন যারা কখনো নেককাজ করেনি। যারা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এরপর তাদের। জান্নাতের মুখে অবস্থিত 'নাহরুল হায়াত' নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। পানির। স্রোতের আশেপাশে যেভাবে শস্য উদ্‌গত হয় সেভাবে তারা ওই নদী থেকে বের হয়ে। আসবে। পাথর ও গাছপালায় এ ধরনের শস্য উদ্‌গত হয়। যেগুলোতে সূর্যের আলো পতিত হয় তা হলুদ ও সবুজ বর্ণ ধারণ কবে। আর যা ছায়ায় থাকে তা সাদা বর্ণ ধারণ। করে। তারা তা থেকে মোতিসদৃশ হয়ে বের হবে। তাদের ঘাড়ে সিলমোহর থাকবে। জান্নাতবাসীরা তাদের চিনবে যে, তারা হলো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে জাহান্নাম। থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। যাদের আল্লাহ তাআলা কোনো ধরনের পূর্বকৃত আমল ও কল্যাণ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমরা যা দেখতে পাবে তা-ই তোমাদের।

তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের এত-সব নেয়ামত দান করেছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকেই দান করেননি।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে এরচেয়ে আরও উত্তম বিষয় রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরচেয়ে উত্তম বিষয় আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তা হলো আমার সন্তুষ্টি, আমি তোমাদের ওপর আর কখনোই রাগান্বিত হব না।

[২৯১] বুখারী: ৬৪৬৯

[২৯২] মুসলিম: ২৭৬৮

[২৯৩] মুসলিম: ২৭৬৭

উপসংহার

গুনাহে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহকে গুনাহের মহাসমুদ্র থেকে উদ্ধারের জন্য মহান আল্লাহ যেমন নিজের নাম রেখেছেন গাফুর, গাফ্ফার, রহমান, রহীম, তাওয়াব তেমনই তিনি এমন কিছু পদ্ধতি ও আমল তাঁর রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন-যা করলে তাঁর কোনো বান্দাকে পাপী বা গুনাহে নিমজ্জিত থাকতে হবে না। আমরা কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে বেশকিছু আমল বর্ণনা করেছি যেগুলো কোনো পাপী বান্দা যদি তার জীবনে বাস্তবায়ন করে তাহলে তার আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফের স্বল্পসংখ্যক বা দু'চারটি উপায় না রেখে পরম দয়া করে অনেক উপায় রেখেছেন যেন তার কোনো বান্দা গুনাহ করে হতাশ না হয় এবং বলতে না পারে যে, শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করে গুনাহ করাচ্ছে: কিন্তু গুনাহ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। তাই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে গুনাহমুক্ত করার জন্য এতগুলো উপায়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

আমি আমার নিজেকেসহ সকল মুসলিম ভাই-বোনদের অনুরোধ করছি, আসুন, কুরআন ও হাদীসের আলোকে গুনাহ মাফের উপায়গুলো অবলম্বন করে নিজেকে গুনাহমুক্ত করি এবং গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য অনুসৃত শিরকী ও বিদআতী পদ্ধতি ও আমল বর্জন করি। আল্লাহর সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি যে, তিনি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে জান্নাত দান করবেন।

গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যু এসে গেলে তখন কিছু করার থাকবে না। তাই মৃত্যুর পূর্বেই ইস্তিগফার, তাওবা ও বিশুদ্ধ আমলগুলো করার মাধ্যমে গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও আল্লাহ চাইলে কোনো কারণ ছাড়াই যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন এবং দেবেনও; তথাপি কেউ তো জানে না যে, সে আল্লাহর দয়া পাবে কি পাবে না। তাই গুনাহ মাফের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তবেই আল্লাহর দয়ার আশা করা উচিত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে নিষ্পাপ অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার তাওফীক দান করুন এবং অতি সহজে আমাদের জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

সমাপ্ত